এই সময়
January 20, 2015,Tuesday

# উত্তরবঙ্গে চার হাজার কোটি বিনিয়োগের ঘোষণা মমতার

**এই সময়, শিলিগুড়ি:** রাজ্যের ক্ষমতার লাগাম হাতে ধরার চার বছরের মাথায় উত্তরবঙ্গের জন্য প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ জোগাড় করে ফেললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় আয়োজিত 'ইন্ডাস্ট্রিস মিটে' কলকাতা এবং উত্তরবঙ্গের শিল্পোদ্যোগীরা রাজ্য সরকারকে যে প্রস্তাব জমা দিয়েছেন তাতে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ২২০০ কোটি টাকা। এর কয়েক মাস আগেই, গত অক্টোবরে শিলিগুড়ি ও মালদহে রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দফতরের উদ্যোগে 'সিনার্জি' অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেও বিনিয়োগ প্রস্তাব ছিল প্রায় ১৭০০ কোটি টাকা। এলাকার শিল্পদ্যোগীদেরই দাবি, উত্তরবঙ্গের ইতিহাসে এই প্রথম এত বিপুল পরিমাণ টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব এল। প্রস্তাবিত শিল্পের মধ্যে প্যাকেজিং থেকে ইকো ট্যুরিজম হাব, আবাসন, প্লাস্টিক, হাসপাতাল, বেসরকারি কলেজ, আইসক্রিম কারখানা, সবই রয়েছে।

কলকাতার পরে শিলিগুড়িতেও বিপুল সাড়া পেয়ে উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী শিল্পপতিদের জন্য একগুচ্ছ সুবিধাও ঘোষণা করেন। যার মধ্যে অন্যতম হল, উত্তরকন্যাতেই শিল্পের জন্য এক জানালা ব্যবস্থা বা 'ইউনিক ক্লিয়ারিং সেন্টার' চালু করা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের পরিকাঠামো তৈরির জন্য ২০০ কোটি টাকার 'ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড' ও নতুন একটি ওয়েব পোর্টাল। উত্তরবঙ্গের ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোগীদের জন্য বিক্রয়কর সংক্রান্ত আপিল কোর্টও চালু করা হল শিলিগুড়িতে। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য এর কৃতিত্ব দিয়েছেন শিল্পের জন্য তৈরি কোর কমিটিকেই। তাঁর কথায়, 'শিল্প তো আমরা করি না। শিল্পপতিরা করেন। তাঁদের এবং অফিসারদের নিয়েই এই কোর কমিটি তৈরি হয়েছে। তাঁরাই আমাদের পরামর্শ দেন। কোর কমিটি পরিশ্রম করে বলেই রাজ্যে ২ লক্ষ ৪৫ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে।'

শিলিগুড়ির শিল্প সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী — বি এন শা

উত্তরবঙ্গের জন্য পৃথক একটি কোর কমিটি তৈরি করা হবে বলেও এদিন মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, রাজ্যে বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত হওয়া সত্ত্বেও ভবিষ্যতের কথা ভেবে উত্তরবঙ্গে ৩৩০০ কোটি বিনিয়োগ করে চারটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে। আলিপুরদুয়ারেও বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করছে এনটিপিসি। সড়ক যোগাযোগে গুরুত্ব দিয়ে প্রায় ৩৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে নেপাল থেকে শিলিগুড়ির ফুলবাড়ি এবং ভুটান থেকে চ্যাংরাবান্ধা পর্যন্ত ফোর লেন রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে। ৩২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে পাঁশকুড়া থেকে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা হয়েছে। কলকাতা থেকে সড়কপথে উত্তরবঙ্গে যোগাযোগের সমস্যা মেটাতে তৈরি করা হচ্ছে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কও। বালুরঘাট ও মালদহে হেলিকপ্টার যোগাযোগের পরিকল্পনা তৈরির পাশাপাশি কোচবিহারকে বিমান যোগাযোগের আওতায় আনা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর মুখে এখন একটাই কথা— 'পজিটিভ হতে হবে। পজিটিভ হয়ে কাজ করতেই হবে।'